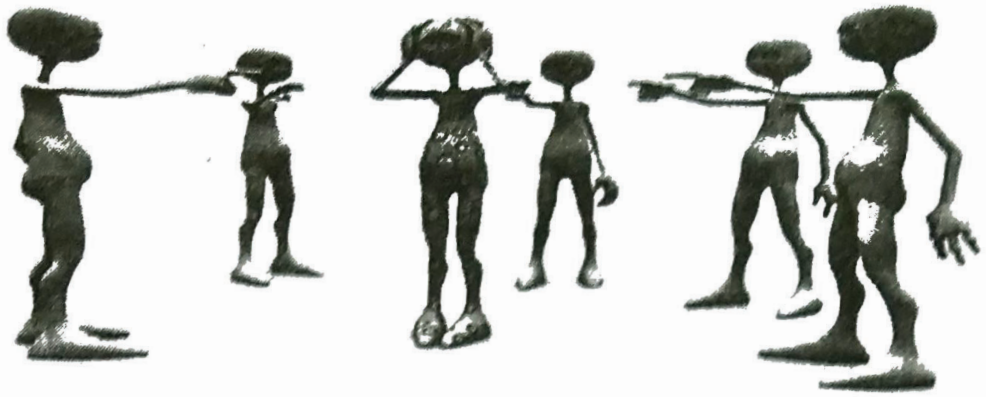

চলো পাল্টাই

কপিল দেব

গাড়ির কড়া ব্রেকে আশপাশের মানুষ চমকে উঠলো। কয়েকজন মানুষ যারা পাশেই চা খাচ্ছিল ওরা পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল যে একটি অ্যাম্বুলেন্সটির, এবং ওর থেকে একটি কম্পাউন্ডার দৌড়ে নেমে এসে অ্যাম্বুলেন্সটির পেছনের দরজা খুলল। অ্যাম্বুলেন্সটির থেকে যা বেরিয়ে আসল তা দেখে আশপাশের মানুষ চমকে উঠল। একটি ছোট্ট মেয়ে স্ট্রেচারে রাখা ও স্ট্রেচারটি খুব দ্রুত হাসপাতালের দিকে ছুটে চলছে, পাশে একটি মহিলা যিনি খুব কাঁদছেন, এবং একজন পুরুষ যিনি বলে যাচ্ছেন ''তোর সঙ্গে এ কি হল মা''। স্ট্রেচারটি হাসপাতালে প্রবেশ করল, কম্পাউন্ডার চিৎকার করে বলে উঠলো ''ডাক্তার...।'' বাইরে থেকে মানুষ এইসব দৃশ্য দেখছিল, ওরা দেখল যে স্ট্রেচারে থাকা মেয়েটি শরীরের নিচের অংশ রক্তাক্ত, এবং তার পুরো দেহ ক্ষতবিক্ষত।

ডাক্তার নীলিমা টেবিলের উপর মাথা নিচু করে বসে আছে, হঠাৎ তার কাঁধে কারো হাত পড়তেই সে চমকে উঠে মাথা ফিরে তাকায়। ডাক্তার সুমনা হেসে জিজ্ঞাসা করল ''কি ? মাথা ব্যথা ?'' ''না'' নীলিমা বলে উঠল। ''আমি বলছিলাম কি..... একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, মানে তোমার সঙ্গে কখনো.....'' বলে সুমনা খানিকক্ষণ থামল। নীলিমা বুঝতে পারলে যে, সুমনা কি বলার চেষ্টা করছে। জীবনে অনেকবারই তাকে এই প্রশ্নটা শুনতে হয়েছে। সে জবাব দিতে যাবে, তখনই বাইরে থেকে একটা আওয়াজ ওদের কানে এলো ''ডাক্তার....''। ওরা খুব দ্রুত ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে ছুটে গেল। নীলিমা দেখতে পেল স্ট্রেচারে পড়ে আছে, প্রায় সাত থেকে আট বছরের একটি বাচ্চা মেয়ে। যার দেহ রক্তে মাখা, এবং ওর পাশে দাড়িয়ে দুইজন কান্নাকাটি করছে। নীলিমাকে দেখে কম্পাউন্ডার বলে উঠল -''ম্যাডাম ইমারজেন্সি''। নীলিমা ওকে ঈশারা দিয়ে ইমারজেন্সি

রুমের দিকে দেখাল এবং কোন কথা না বলে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে স্ট্রেচারের সঙ্গে দৌড়ে ইমারজেন্সি রুমের দিকে ছুটে গেল। সুমনা ব্যাপারটা কি, বোঝার জন্য মেয়েটির সঙ্গে থাকা মহিলাকে জিজ্ঞাসা করল এবং পরবর্তী সময়ে সে যা শুনল তা সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। সে দৌড়ে গিয়ে নীলিমার কানে ফিসফিস করে বলল ''নীলিমা তুই হয়তো জানিস না মেয়েটার সঙ্গে কি হয়েছে, এটা পুলিশ কেস, পুলিশ না আসা পর্যন্ত আমরা কিছু করতে পারব না। নীলিমা তা শুনে বলে উঠল- সুমনা আমাকে সাহায্য কর। আমি জানি মেয়েটির কি হয়েছে আর আমি জানি আমি কি করছি, আর আমি তাও জানি যে ভেতরে তুই আমাকে কি জিজ্ঞাসা করছিলি কারন আমার জীবনের বিশ বছর আমি অনেক মানুষ থেকে এই প্রশ্নখানা শুনেছি। সুমনার আর বুঝতে দেরি হলনা যে সে কেমন করে এই দুটি প্রশ্নের উত্তর জানে।

''মা আমি ডাক্তার হব" ভাত মুখে দিতে দিতে একটি বাচ্চা মেয়ে কথাটি বলে উঠল। ''হ্যাঁ, মা তুই হবি, ভাল করে পড়াশোনা কর, দেখবি তুই একদিন ঠিক ডাক্তার হবি" -মেয়েটির মা বলে উঠল। ''তুমি আমার মুখের কথাটাই বললে বউমা, ভাল করে পড়াশোনা করলে তুমি ঠিক একদিন ডাক্তার হবে" মেয়েটির ঠাকুরমা বললেন। তা শুনে মেয়েটির মুখে হাসি ফুটে উঠল। ''আমাদের গরীবের মেয়ে কখনো ডাক্তার হয়না রে মা" মেয়েটির বাবা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল ''ওটা হল বড় লোকদের পড়াশোনা, আমাদের মত দিনমজুরের মেয়েদের জন্য নয়"- বলে তার বাবা পিঁড়ি পেতে খেতে বসল।

মেয়েটির মন খারাপ হয়ে গেল, দেখে মেয়েটির বাবা বলল ''চিন্তা করিস না মা, এখন তোর সবে আট বছর, তুই আরও বড় হয়ে যা। আমি আমার সর্বস্ব দিয়েও তোকে ডাক্তারি পড়াব। এখন জলদি খেয়ে ফেল"। মেয়েটি তা শুনে খুব আনন্দিত হল এবং খেতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যে ওদের সবার রাত্রির খাবার শেষ হল এবং মেয়েটি ওর ঠাকুমার সঙ্গে শুতে চলে গেল। গভীর

রাত্রে মেয়েটি অনুভব করল, যেন সে শ্বাস নিতে পারছে না। তার মনে হল, কেউ যেন তার গলা মুখ চেপে ধরেছে। সে চোখ খুলতেই তার মনে হল যেন সে হাওয়াতে উল্টো হয়ে। এবং কিছুক্ষণ পর তার বিষয়টা বুঝতে দেরি হল না যে, সে উল্টো হয়ে হাওয়াতে নয়, কেউ তাকে উঠিয়ে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে এবং হাত দিয়ে তার মুখে চাপা দেয়া যেন সে চিৎকার না করে। সে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে, এবং কিছুক্ষণ পরে তাকে ছুঁড়ে ফেলা হয় একটি কাঁদা ভরা জায়গায়। সে চোখ উঠিয়ে দেখতে পায় দুটি মানুষ তার দিকে আসছে ওরা তার পাশে এসেই আবার তার মুখ চেপে ধরে। তার জামা কাপড় টেনে ছিঁড়ে দেয়, সে চিৎকার করে আর্তনাদ করতে থাকে কিন্তু কোন লাভ নেই কারণ আশপাশে নিশাচর জন্তুজানোয়ার ছাড়া তার কান্না শুনার মত আর কেউ নেই। সে বার বার বলতে থাকে ''আমাকে ছেড়ে দাও, আমার ব্যথা হচ্ছে। আমাকে আমার মা'র কাছে যেতে দাও"। সেই আট বছরের মেয়েটি হয়তো বুঝতেই পারছিলনা যে তার সঙ্গে এগুলো কেন হচ্ছে, কেনই বা তাকে এত কষ্ট পেতে হচ্ছে। সে তো রোজই পড়াশোনা করত, কখনো ফাঁকি দেয়নি। কখন কারো সঙ্গে ঝগড়া করেনি, এবং কখনই এমন কাজ করেনি যার জন্য তাকে এত বড় শাস্তি পেতে হচ্ছে। হঠাৎ সে বলে উঠল ''আমি আর সকালে তোমাদের ঘর থেকে ফুল আনব না। দয়া করে আমাকে ছেড়ে দাও। আমি মা'র কাছে যাব"। তখনই সে ব্যাথায় চিৎকার করে উঠল, তার মনে হল সে যেন মরে যাবে। সে চিৎকার করে বলে উঠল ''মা....."। পুরো জঙ্গলে গুঞ্জতে থাকে, কিন্তু তা শুনে সাড়া দেবার মতো হয়ত এই ভুবনে কেউ ছিল না।

''নীলিমা.....'' চিৎকার করে তার মা বিছানায় উঠে বসল। তার বাবা উঠে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন ''আমি এখন নীলিমার চিৎকার শুনলাম''। ''তুমি হয়তো কোন বাজে স্বপ্ন দেখেছ। নীলিমা তার ঠাম্মার সঙ্গে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। মেয়েকে নিয়ে বেশী ভাবলে এমনি হয়'' তার বাবা বললেন ''যাও ঘুমিয়ে পড়''। বলে ওরা ঘুমিয়ে পড়ল। নীলিমার চোখ খুলতেই সে নিজেকে পেল মাথা উঠিয়ে থাকা হাজার হাজার গাছে ভরা জঙ্গলের মধ্যে সে একা কাদায় পড়ে আছে। সে নিজের শরীরে একটি অজানা ব্যথা অনুভব করল। একবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে, সে পড়ে যায়। তার শরীর থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে দেখে সে ভয় পেয়ে গেল।সে দেখল যে সে বস্ত্রহীন অবস্থায় কাদায় পড়ে আছে, এবং তার সারা দেহে কাদা লাগান। তার মনে হল এই ব্যথা হয়তো সে আর সহ্য করতে পারবেনা। কিন্তু তাকে ঘরে ফিরে যেতেই হবে। অনেক চেষ্টায় সে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করে এবং তার দেহ থেকে রক্তের ফোঁটা মাটিতে পড়ে তাকে অনুসরণ করতে থাকে।

ডাক্তার নীলিমা জানে যে সে কত কিনা দেখেছে এবং কত কিনা তাকে সহ্য করতে হয়েছে। সেদিন তার কষ্টে হাজার মানুষ দুঃখপ্রকাশ তো করেছিল, কিন্তু সামনে এসে সাহায্য করতে কেউ নেই। তার আসামি আজও বাইরে, সন্দেহবশে কেউ একজনকে পুলিশ গ্রেফতার তো করেছিল, কিন্তু সঠিক প্রমান না থাকায় সে ছাড়া পেয়ে যায়, কারণ নীলিমা ওই রাতে কারো মুখ দেখেনি। নীলিমার বাবা নিজের মেয়ের সঙ্গে ঘটা এসব ঘটনা এবং সমাজের হাজার কথা সহ্য না করতে পেরে কিছু বছর পর আত্মহত্যা করেন। নীলিমার মা স্বামী এবং মেয়ের উপর এইসব দেখে নিজের মানসিক ক্ষমতা হারান। পরবর্তী সময়ে ওরা এই জায়গা ছেড়ে চলে গেলেও নীলিমা সমাজের বিভিন্ন সমালোচনা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেনি। এই সমাজ নীলিমাকে একটি ধর্ষিতা ছাড়া একটি সাধারণ মেয়ে হিসেবে গ্রহণ করতে পারেনি। এই ঘটনার নীলিমার জীবনের সবকিছু পরিবর্তন করে দেয়।

নীলিমা এইসব কথা ভাবতে ভাবতে অপারেশন রুম থেকে বেরিয়ে আসে। ''কিছু একটা করা দরকার, আরো একটি জীবন এমন করে শেষ হতে দেয়া যায়না'' নীলিমা মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠে। সে দ্রুত তার রুমে প্রবেশ করে এবং একটি খাতা এবং কলম নিয়ে লিখতে বসে। এটি নীলিমার ছোট বেলার অভ্যাস। যখনই সে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে পরিকল্পনা করবে তখনই সে তা খাতায় লিখে নেয়, যেন কিছু ভুল না হয়। এবং পরে যথাসময়ে লেখাগুলোর উপর বিবেচনা করে সে এগোবে। এটা তার মা তাকে শিখিয়েছিলেন, যিনি এখন একটি মানসিক শোধনাগারে। এবং তার হাজার শক্তির মধ্যে এটিও একটি শক্তি যা তাকে অনেক অসাধ্যসাধন করতে সাহায্য করেছে, এদের মধ্য একটি হল তার ডাক্তারি পড়া। কিন্তু সে কোথা থেকে শুরু করবে তা বুঝে উঠতে পারছিল না। তখনই তার মোবাইলটা একটি কড়া শব্দ করে বেজে উঠল। মোবাইলের দিকে তাকিয়ে সে যা দেখতে পেল তা আর কিছু নয় ফেসবুকের মেসেজ। সে মেসেজটাকে অগ্রাহ্য করতে যাবে তখনই তার মাথায় একটি পরিকল্পনা এল। সে ঝটপট লিখে নিল। ''সোস্যাল মিডিয়া এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে কাজে লাগান''। সম্প্রতি সে দেখেছিল বাংলাদেশের একটি কেসে সোস্যাল মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া কে এত সুন্দর করে কাজে লাগানো হয়েছিল যার ফলে পুরো বাংলাদেশ এক হয়ে ওই ঘটনার প্রতিবাদ জানায়। এইসবকে কাজে লাগাতে গেলে প্রথম কি করতে হবে, তা ভাবতে ভাবতে সে মাথা টেবিলে হেলিয়ে দেয়।

হঠাৎ তার মাথায় আসে যে ফেসবুকে একটি গ্রুপ বানানো থেকে শুরু করা যাক। সে তার ল্যাপটপে ফেসবুক খোলে। এবং দেখতে পায় যে, ইতিমধ্যে ঘটনাটি ফেসবুকে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে কিন্তু কেউ ঘটনাটির সঠিক বিবরণ দিতে পারেনি। নীলিমা ভাবল যে মেয়েটির ডাক্তার হিসেবে সে যদি সবার সামনে আসে তাহলে ঘটনাটি আরো বল পাবে। এবং 'বিচার চাই মেয়েটির নাম' দিয়ে একটি গ্রুপ শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যে তার এই পোস্ট এবং গ্রুপটি ব্যাপক সাড়া পায়। দেশের হাজার হাজার মানুষ সোস্যাল মিডিয়ায় ঘটনাটির নিন্দা জানাচ্ছে। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যাপারটা মিডিয়া থেকে বের হয়ে টিভিতে চলে আসে। সারা দেশ এখন জানতে চায় যে এই মেয়েটি কেমন আছে তার অপরাধী কখন ধরা পড়বে। হঠাৎ করে এই মেয়েটি যেন সারা দেশের মেয়ে হয়ে যায়। দেশের ছাত্র সংস্থা সহ অন্যান্য ছোট বড় সব সংস্থা মেয়েটির জন্য বিচার চাইতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। দেশের সর্বত্রই শুরু হয় মেয়েটির জন্য মিছিল, ক্যান্ডেলমার্চ। এমনই একটি ক্যান্ডেলমার্চের আয়োজন নীলিমাও তার জায়গায় করে। কিন্তু দেখা যায় যে, যত সংখ্যক মানুষ ফেসবুকে এই বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল তার অর্ধেক থেকেও কম মানুষ এই ক্যান্ডেলমার্চে উপস্থিত। নীলিমার মনে হল যেন মানুষ এখন ঘরে বসে প্রতিবাদ জানাতে বেশি পছন্দ করে। তখনই নীলিমা তার আশেপাশে থাকে কিছু মানুষের কথোপকথন শুনতে পায়। এদের মধ্যে একটি ছেলে ''আজ মেয়েরা কম দেখছি ! আমারা জমায়েত হয়েছি মেয়েদেরই ভালোর জন্যে কিন্তু এরাই নেই। জানিস তো এমন ক্যান্ডেলমার্চে মেয়েরা না থাকলে মজাই নেই" বলে সে হেসে উঠল। আরো একজন ''ধর্ষণ কমবে না, যতদিন না আমাদের দেশে অন্যান্য দেশের মত দেহ ব্যবসা আইনিভাবে প্রচলিত হচ্ছেনা"। নীলিমা হেঁটে অল্প সামনে যেতেই আরো একদল ছেলেদের কথা তার কানে এল ''আচ্ছা, আমি বুঝতে পারছিনা যে এটা কেমন করে সম্ভব ? এত ছোট মেয়ে, এবং এত বড় ছেলে ! আদৌ এটা সম্ভব কি করে হল ?" বলে ওরা হেসে উঠল। নীলিমার মনে হল ওদের কাছে মেয়েটির কষ্ট থেকে, ব্যাপারটা সম্ভব কেমন করে হল তা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। অন্যপাশ থেকে দুটি ছেলে ''টিভি চ্যানেল গুলো কখন আসবে ? জানিনা এদেরকে ডাকাও হয়েছে কিনা ?" নীলিমা থেমে গেল এবং তার চারপাশে মাথা ঘুরিয়ে দেখল যে, এই জমায়েতে আসা কিছু সংখ্যক মানুষ ছাড়া অন্যরা কেউ গল্প করতে ব্যস্ত, কেউ ফটো উঠিয়ে ফেসবুকে দিতে ব্যস্ত, কেউ জ্বালান মোমবাতিকে পাশে রেখে নিজেকে ফটো ওঠাতে ব্যস্ত। নীলিমার মনে হল যেন সে নতুন যুগে নয়, সেই পুরনো যুগেই আছে। নতুন যুগের উপরে থাকা মুখোশটা পুরনো যুগেরই। তখনই নীলিমার মনে হল তার কাঁধে যেন কেউ হাত রেখেছে। সে চমকে উঠল।

''নীলিমা.... । নীলিমা" সুমনার ডাকে নীলিমা জেগে উঠল। ''কি রে.....পাশে কি খাতা রেখে তুই ঘুমচ্ছিস যে ?" সুমনার মুখে এই প্রশ্নটি শুনে নীলিমা তার পাশে রাখা খাতাটির দিকে তাকাল। এবং তার বুঝতে দেরি হল না যে সে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল। '', তুই মেয়েটি প্রাণ বাঁচিয়েছিস। পুরো হাসপাতাল খুব খুশি যে মেয়েটি নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে। স্যার নিজে আসছেন তোকে শুভেচ্ছা জানাতে। কিন্তু নীলিমা আমাদের এই মেয়েটির জন্য কিছু করা উচিত। কি করা যায় বলতো ?" সুমনার কথা শুনে নীলিমা একটি হাল্কা হাসি দিল। ''বাঃ .....তুই আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রেখেছিস ?"

সুমনা, নীলিমার খাতার দিকে চেয়ে এই কথা বলল। ''আমারও ফেসবুকের কথা মাথায় এসেছিল। আমাদের এটা খুব শিগগীরই করা দরকার নীলিমা। মেয়েটার ন্যায় বিচার পেতেই হবে। কি হল ? তুই চুপ করে বসে আছিস যে ?" নীলিমা উঠে দাঁড়াল। ''সুমনা, আমাদের পরিবর্তন চাই"। ''কিসের ?" সুমনা বলে উঠল। এই সমাজের ভাবনার পরিবর্তন। ফেসবুক, সোস্যাল মিডিয়া, টিভিতে মেয়েটির ঘটনা সবাইকে জানানোই শেষ কথা নয়" নীলিমা জানলার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলতে থাকে। ''মানুষের ভাবনা সুমনা। আমাদের সমাজ আজও একটি মেয়ে যার উপর এমন অত্যাচার হয়েছে সে ছোট হোক আর বড় তাকে ধর্ষিতা ছাড়া আর কোন নজরে দেখে না। মেয়েটিকে তার পুরো জীবনে হাজারবার আমাদের এই সমাজ মনে করিয়ে দেয় যে তার সঙ্গে কি হয়েছিল। সমাজ তাকে এই কথাগুলো ভোলার সুযোগ দেয়না। প্রতিদিন তাকে সেই হাজার হাজার মানুষের চোখে ও মুখে থাকা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। একটি মেয়ের তার সঙ্গে হওয়া যে অত্যাচারের ব্যথা থাকে, তার চেয়েও বেশী বড় হয় পরবর্তী সময়ে এই সমাজ তাকে যা দেবে তার ব্যথা। এবং এইসবের জন্য আমরাই দায়ী কারণ আমরাই হলাম সমাজ। আমরা কোন খারাপ দেখলে, তা নিয়ে সমালোচনা তো করতে পারি কিন্তু প্রতিবাদ করার মত কেউ নেই। আর প্রতিবাদ করলেও ফেসবুক ইত্যাদিতে সীমিত। আর যদি সেখান থেকে কেউ বেরিয়ে আসে তো তাকে হয়তো দ্বিতীয়বার পাওয়া যাবেনা কারণ সে প্রথমবারের বিফলতায় হার মেনে ফেলেছে। অথবা সে এসেছে সবাইকে দেখাতে যে সেও আছে। হয়তো তুই ভাবছিস আমি বেশী বলে ফেলেছি। আমাদের সমাজ হয়তো এমনটি নয়। কিন্তু ভুলে যাসনা সুমনা আমার সঙ্গেও ঠিক এমনি কিছু হয়েছিল যা আজ এই শিশুটি ভুগছে। আমি হলাম এইসবের জীবন্ত উদাহরণ। আর মনে রাখিস আমাদের দেশে হাজার হাজার নীলিমা এখনও আছে যাদের কথা ফেসবুক, টিভি ইত্যাদিতে আসে না। ওরা আজও অসহায়। আমাদের এমন কিছু করে দেখাতে হবে যা ওদের পক্ষেও সম্ভব। তাহলে হয়তো আমাদের দেখে ওরা শক্তি পাবে। আর তা হল আমাদের সমাজে থাকা মানুষের ভাবনার পরিবর্তন। টিভি, ফেসবুক আমাদের যুদ্ধক্ষেত্র নয়, এগুলোকে আমাদের যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু তা হচ্ছে কি ? মানুষ আজকাল যদ্ধের অস্ত্রকেই যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে ধরে নিয়েছে তাই তো সবাই ঘরে বসেই প্রতিবাদ জানাতে বেশী ভালবাসে, বাইরে বেরিয়ে আওয়াজ ওঠাতে নয়। এইসব ভাবনাগুলিরই পরিবর্তন চাই সুমনা। এগুলিরই পরিবর্তন চাই"। সুমনা এতক্ষণ চুপ করে তার কথা শুনে যাচ্ছিল। সে কিছু বলবে এমন সময় পাশ থেকে ''ঠিক বলেছ নীলিমা আমাদের কিছু করতে হবেই কারণ এটা আমাদের দেশ, আমার মাতৃভূমি আর নিজের মাকে এমন করে শেষ হতে দেয়া যায়না। আমরা সব আছি নীলিমা তোমার পাশে, এবং হাজার নীলিমার পাশে যাদের হয়তো কখনো এমন ভয়ঙ্কর দিন দেখতে হয়েছে। এবং আর যেন কারো জীবনে এমন সময় না আসে তাও আমাদের দেখতে হবে আমরা সবাই মিলে তা করবো। চলো পাল্টাই....." দরজার পাশে দাড়িয়ে থাকা নীলিমাদের স্যার একথা বলে উঠলেন। উনি আরো কিছু বলছিলেন কিন্তু নীলিমার তখন যেন তার মায়ের বলা একটি কথা কানে গুঞ্জতে থাকে ''সেই বলে বসে থাকা খুবই সোজা, কিন্তু পাবই বলে চলতে থাকার নামই জীবন"।

****